



## 188934 - রোযাদাররে জন্য নাকে মডেসিনি-জলে ব্যবহার করার হুকুম

### প্রশ্ন

আমি নাকরে এলার্জিতে ভুগছি। নাকরে স্প্রেরে ডোজ নয়ো সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরগুলো আমি পড়ছি। আপনারা ফতোয়া দিয়েছেন যে, এতে রোযা ভঙ্গ হবো না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল: অন্য আরকে ধরনের ঔষধ সম্পর্কে। সটো হচ্ছো মডেকিলে জলে; যা নাক দিয়ে গ্রহণ করা হয়। এটা ব্যবহারে কি রোযা ভঙ্গে যাবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সুনানহু থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাক হচ্ছো পাকস্থলির একটি প্রবশে পথ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: ‘প্রকৃষ্টভাবে নাকে পানি দিনি; যদি না আপনি রোযাদার হন।’ [সুনানে আবু দাউদ (১৪২) ও সুনানে তরিমযি (৭৮৮); আলবানী ‘সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে’ হাদিসটিকে ‘সহিহ’ বলছেন]

নাক দিয়ে যে জলেটা গ্রহণ করা হয় এর কোন কিছু যদি গলার ভেতরে বা পাকস্থলিতে চলে না যায়; বরং সটো নাকরে ভেতরে নগিশে হয়ে যায় তাহলে রোযা সহিহ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“জলে ব্যবহার করে কিংবা পানি বা কাপড় দিয়ে ভিজিয়ে কিংবা এ জাতীয় অন্য কিছু দিয়ে ঠোঁটদ্বয় ও নাক সতজে রাখতে কোন অসুবিধা নাই। তবে যে জনিসিটরি অমস্নতা দূর করা হলো সটো থেকে কোন কিছু পটেরে ভেতরে চলে যাওয়া থেকে বঁচে থাকতে হবে। যদি অনচ্ছিক্তভাবে কোন কিছু ভেতরে চলে যায়; তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। যমেনভাবে কুলি করতে গিয়ে অনচ্ছিক্তভাবে কিছু পানি পটে চলে গেলে এর মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ হবো না।” [ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৯/২২৪)]

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনার জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য আরোগ্য ও রোগমুক্তি লিখে দেন।

আল-মুনতাক্বা মনি ফাতাওয়া শাইখ সালহে আল-ফাওয়ান (৩/১২১)

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।